

জ্বালানি দুর্নীতিতে সরকারের ঢিলেঢালা ভাব, ক্যাবের উপদেষ্টার কঠোর সমালোচনা

কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেছেন, সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জ্বালানি সংকট মোকাবিলা করলেও পরবর্তীতে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, জ্বালানি খাতে সংঘটিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকার দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।



জ্বালানি দুর্নীতিতে সরকারের ঢিলেঢালা ভাব, ক্যাবের উপদেষ্টার কঠোর সমালোচনা

নিউজ ডেস্ক · QuickNewsBD

Published : 09 May 2026, 05:08 PM

কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেছেন, সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জ্বালানি সংকট মোকাবিলা করলেও পরবর্তীতে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, জ্বালানি খাতে সংঘটিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকার দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। প্রশ্ন উঠেছে, তারা কি পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অনুসরণ করছে? শনিবার রাজধানীর জাতীয়

বলেন। সেস্টার ফর হন্থুগাসড পালাস অ্যান্ড গভন্যাস (সিআইপিআই) এহ সোমনায়ের আরোডন বরো। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল অনুষদের ডিন এম শামসুল আলম বলেন, অতীতের সরকার বিশেষ আইন ও বিইআরসি (বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন) আইনের সংশোধনের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবসায় অসাপু চক্রের উত্থান ঘটিয়েছে।

রাষ্ট্র এই খাতকে জনসেবা থেকে বাণিজ্যিক খাতে রূপান্তরিত করায় এটি দুর্নীতি ও লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার কিছু সংস্কারের কথা বললেও জ্বালানি ব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন জ্বালানি অপরাধীদের বিচারের জন্য গেজেট প্রকাশ করা হচ্ছে না? অধ্যাপক আলম তেল-গ্যাসের পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানির উৎস নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। জ্বালানি খাতকে পুনরায় জনসেবামুখী করা, মূল্যবৃদ্ধি কমিয়ে ভর্তুকি ও ঘাটতি সমন্বয় করা, বিইআরসিকে শক্তিশালী করা, মন্ত্রণালয়কে কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ থেকে সরিয়ে স্বার্থের সংঘাত দূর করা এবং জ্বালানি অপরাধীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার পরামর্শ তিনি সেমিনারে দেন। সেমিনারে পাঁচটি সুপারিশ পেশ করা হয়।

এর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি খাতকে জনসেবা ঘোষণা করা, মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে লুটপাটমূলক ব্যয় ও মুনাফা কমানো, বিইআরসিকে শক্তিশালী করা, মন্ত্রণালয়কে কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ থেকে সরিয়ে আনা, বাপেক্সকে (Bapex) শক্তিশালী করা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। সেমিনারে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইজাজ হোসেন, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. আবদুল মোমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি প্রফেসর বদরুল ইমাম, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকসের ডিন অধ্যাপক ওয়ারেসুল করিম, সিনিয়র সচিব (অব.) খ ম কবিরুল ইসলাম, সাবেক অতিরিক্ত সচিব খন্দকার রাশেদুল হক, অতিরিক্ত সচিব (অব.) ফজলে রাব্বি সাদিক আহমেদ, আইনজীবী বেলায়েত হোসেন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও সিআইপিজির চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এবং সাবেক সচিব (অব.) মু. আবদুল কাইয়ুম সঞ্চালনা করেন।।

অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি করতে পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকার: বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী